দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 02 NOV 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

# প্রশ্ন ফাঁসে শিক্ষার মান

মোহাম্মদ অংকন

আমাদের দেশে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস করা যেন একটা নিয়ম হয়ে গেছে। আবার পরীক্ষার প্রশ্ন নিয়ে নানা প্রশ্নও দেখা দেয়। প্রত্যেক পরীক্ষার (সে হোক মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক কিংবা ভর্তি পরীক্ষা) পরেই সাংবাদিকরা শিক্ষামন্ত্রীর কাছে ছুটে যান। প্রশ্ন করেন, 'স্যার, প্রশ্ন কি ফাঁস হয়েছে?' তিনি তো হেসে হেসে বলেন, 'প্রশ্নই আসে না! কোন প্রমাণ নেই।' ভাইরে, চোর চুরি করে প্রমাণ রেখে যায় কি? না। কিন্তু একটা চোরের দলের মধ্যে নির্বোধ কেউ থাকে যে চুরির কাহিনীটা বলতে আগ্রহ প্রকাশ করে। আর তখনই প্রমাণ বেরিয়ে আসে। প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে কিনা তা জানতে কেন শিক্ষামন্ত্রীর নিকট যেতে হবে? দশ চোরের এক চোরের কাছে গেলেই তো হয়! এই এক চোর আবার কে? এ হলো কোচিং সেন্টার। পরীক্ষার একদিন আগেই কোচিং সেন্টারে একদম খাঁটি প্রশ্নপত্র উত্তরসহ পাওয়া যায়। এটা কারও থেকে শুনে বলছি তা কিন্তু না। এরা কেন প্রশ্নপত্র ফাঁসে সহযোগী হয়? কোচিংয়ের শিক্ষার্থীদের দেখানোর জন্য যে তাদের কোচিং সেন্টার ভাল, সর্বাধিক প্রশ্ন কমন পড়ে। শতভাগ সাফল্য! সাফল্যের ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে দুইদিন বা একদিন পর হতে যাওয়া পরীক্ষার প্রশ্নপত্র কোচিং সেন্টারে এসে জমা হতে থাকে। একটা দেশে এত সহজে যখন প্রশ্ন পাওয়া যায় তখন 'শিক্ষার মান কমে

গেছে' এসব রব উঠিয়ে কী লাভ? শিক্ষাই যেখানে নেই সেখানে শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন তোলা বাড়াবাড়ি ছাড়া আর কিছু নয়! একটা দেশ কত ওপরে উঠবে সেটা কিন্তু শুধু জিডিপির উপর নির্ধারণ করে না, সেটা নির্ধারণ করে শিক্ষার উপর। যে দেশের মানুষ যত শিক্ষিত, সে দেশ তত উন্নত। আজকের শিশুকে আমি কী শেখালাম সেটার উপর নির্ভর করে ৫০ বছর পর আমার দেশ কোথায় থাকবে। আমাদের জিডিপি প্রতিবছর বাড়ছে ঠিকই কিন্তু নীতি-নৈতিকতা আর শিক্ষা ব্যাপক হারে কমছে। তথ্যপ্রযুক্তির প্রসার হচ্ছে, কিন্তু এর অপপ্রয়োগ বাড়ছে। প্রযুক্তিকে প্রশ্নপত্র ফাঁস করার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। আমরা ক্রিকেট খেলা নিয়ে সবাই চিন্তা করি। ফুটবল-হকি নিয়ে চিন্তা করতে করতে দিন কেটে যায়। কিন্তু শিক্ষা নিয়ে দেশের হাতেগোনা মানুষ ছাড়া আর কারও কোন চিন্তা-ভাবনা নেই। তাই দুদিন আগে যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রশ্নপত্র ফাঁস না করার রোল মডেল বলে ঘোষণা দিত, আজ সে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপথগামী শিক্ষার্থী কর্তৃক প্রশ্নপত্র ফাঁস করে সুনাম-খ্যাতি ধুলায় মেশানো হচ্ছে। প্রশ্নপত্র যদি ফাঁসই হয় তাহলে পরীক্ষা দিয়ে কি লাভ।

*সিংড়া, নাটোর থেকে*